লিও টলস্টয়

প্রণব মিত্র

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	উপক্রমণিকা	৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	বাল্য ও কৈশোর	১৩
তৃতীয় অধ্যায়	যুবক টলস্টয়	২২
চতুর্থ অধ্যায়	ইয়াসনায়া পলিয়ানার স্কুলবাড়ি	৩০
পঞ্চম অধ্যায়	ইয়াসনায়া পলিনয়ায় টলস্টয়ের স্কুল	৩৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	ইয়াসনায়া পলিনায়া : বিবাহ	৪৬
সপ্তম অধ্যায়	সৃজন পর্ব	৫৩
অষ্টম অধ্যায়	শেষ অধ্যায়	৬৬
নবম অধ্যায়	শিল্প ও ধর্ম বিষয়ে ভাবনা	৭৫
দশম অধ্যায়	টলস্টয় : ভারতবর্ষ : গান্ধি	৮৩
একাদশ অধ্যায়	স্থিতপ্রজ্ঞ	৯০
	কুঞ্চিকা	৯৫

প্রথম অধ্যায়
উপক্রমণিকা

শিল্পী ও ঋষির সমন্বয়ের আধার টলস্টয় নিজেই একটা জগৎ বিশেষ।—নারায়ণ চৌধুরি

টলস্টয়ের একখানি অতি সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা রচনার প্রথমেই ভীত হতে হয়, কারণ তাঁর দীর্ঘজীবন, বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং সুবিস্তৃত রচনাবলির মর্যাদা রক্ষা করে কিছু আলোচনা করতে গেলেই মনে হয় কিছুই হচ্ছে না । ওই অসাধারণকে সাধারণ সীমার মধ্যে আনাই বোধহয় অসম্ভব। তাঁর সর্বাধিক বিস্তৃত জীবনী বহুখণ্ডে প্রথম লেখেন আলমার মোদে (Aylmer Maude) আট খণ্ডে। সে বই এখন প্রায় অপ্রচলিত এবং কেবলমাত্র বোধহয় বৃহৎ সাবেকি পাঠাগারেই শোভিত হয়। সে বিশাল রচনা পড়াও এখন সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। তার পরেও অবশ্য সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর অজস্র জীবনী রচিত হয়েছে। টলস্টয় চর্চাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে অনেক পাঠচক্র এবং 'ক্লাব'। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে পৃথিবীর মানুষের মানসিকতা

অনেক বদলেছে। তাই টলস্টয় এখন অনেকের কাছেই বোধহয় অনেকখানি অপরিচিত। অন্তত হালফিল বাঙালির কাছে তিনি হয়তো অনেকটাই উপান্তে। কিছুকাল আগেও কিন্তু ব্যাপারটা এমন ছিল না। বাংলা ভাষায় টলস্টয় চর্চার একটি ঐতিহ্য আছে। টলস্টয়ের অসাধারণ সব গল্পের অনুবাদ করেছেন অনেকেই। টলস্টয়কে নিয়ে লিখেছেন দিলীপ কুমার রায়, রাজেন্দ্রলাল আচার্য, অন্নদাশঙ্কর রায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভবানী মুখোপাধ্যায়, বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা বহুলেখক। টলস্টয়ের অনুবাদক হিসাবে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের নামও একদা সুপরিচিত ছিল। টলস্টয়ের সুবৃহৎ উপন্যাস "War And Place" (যুদ্ধ ও শান্তি) অনুবাদ করেছিলেন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত আমার কাছে কিন্তু সর্বাধিক প্রিয় আমাদের মাস্টারমশাই দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়ের নাম। ছোটোদের উপযোগী করে তিনিই প্রথম লেখেন 'টলস্টয়ের গল্প'। পরে টলস্টয়ের জীবনদর্শন ও ঋষিকল্প ব্যক্তিত্ব নিয়েও তিনি অনেক লেখাই লিখেছিলেন। সমাজে টলস্টয়ের বাণীপ্রচারে কলকাতার বাইরে চুঁচুড়া থেকে এই নিরভিমান সত্যনিষ্ঠ শিক্ষক মানুষটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। কিন্তু এখন সবই প্রায় কালের গর্ভে বিস্মৃতি-শয়নে। কলকাতা ও মফসলের পুরোনো সব আঞ্চলিক পাঠাগারগুলিতে এইসব লেখার সন্ধান এখনও হয়তো পাওয়া যাবে। তাছাড়া মহান লেখকের বিষয়ে অধুনা গবেষণারত সকলেই প্রচুর সংগ্রহ দেখতে পাবেন কলকাতার জাতীয় পাঠাগারে। আমরাও এখানে মহাজনদের অনুসরণে মাধুকরী ব্রতী। হোক প্রায় অসম্ভব। তবু বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ গ্রহণে ক্ষতি কি? এক সময়ে জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন—

'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'

সেই অসুস্থতা এখন তো প্রায় মহামারক আকার ধারণ করেছে।

বদলে যাচ্ছে মানুষের জীবনের মূল্যবোধও। এসব নিয়ে কারণ খতিয়ে আমরা কোনো আলোচনায় যাচ্ছি না। কিন্তু আমরা মানুষের হারানো মুল্যবোধগুলিকে হয়তো এখনও শ্রদ্ধা করি এবং সেইখানেই আমাদের প্রয়োজন লেভ্ টলস্টয়কে শ্রদ্ধায় স্মরণ। টলস্টয় ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং সত্য ও ন্যায়নীতির উপাসক। তিনি তাই শুধুমাত্র গল্প, উপন্যাস প্রবন্ধ রচনাই করেননি। আজীবন তিনি নানাভাবে জীবনে ও কর্মে মানব মঙ্গালের ব্রতচারী। লেখার মধ্য দিয়ে সেই আদর্শগুলিকেই তিনি তুলে ধরেছেন। সেই সব আদর্শ ও নৈতিক ভাবনা চিরায়ত সত্য। বিজ্ঞাননিষ্ঠ বর্তমান কাল চিরায়ত ঈশ্বর ভাবনায় বা বিশ্বাসে ফিরতে পারবে না জানি কিন্তু চিরকালের সত্য ও নীতিগুলিকে তো মানতেই হবে। সেগুলিতো কোনো তথাকথিত ভগবানের সৃষ্টি নয়। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায়, জীবনদর্শনের ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে এইসব সদর্থক ভাবনাগুলি তৈরি হয়েছে। এইগুলি কোনো রাজার বা সরকারের তৈরি আইন বা অনুশাসন নয়।, এসব সত্য মানবীয় মূল্যবোধের নিত্যসিদ্ধ আবহমানের মহাগীতা। ঈশ্বর নয়, এই হারানো মূল্যবোধের পুনরুদ্ধারেই আমরা টলস্টয়কে চাইব, তাঁকে চিনবো। একারণেই এইভাবে অসাধারণকে সাধারণের কথায় ধরতে চাইছি। জানি এ প্রচেষ্টা অতি তুচ্ছ তবু হয়তো এরও প্রয়োজন হতে পারে। অন্তত আজকের দুনিয়ায় পৃথিবীর এই অসুখের সময় আবার নতুন করে আমাদের ভাবতে হবে মহান টলস্টয়ের কথা।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন কবি লেখক বা শিল্পী তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই বেঁচে থাকেন তাই আলাদা করে তাঁর জীবনচরিত লেখার বা পাঠের প্রয়োজন নেই। এমনকি অনেকসময় দেখা যায় সৃষ্টির মধ্যে যে মানুষটিকে পাই ব্যক্তিজীবনে তাঁকে সেভাবে পাই না। এই জন্য টেনিসনের জীবনী পাঠ করে তিনি হতাশ হয়েছিলেন, বলেছিলেন

জীবনের দৈনন্দিন কথায় কবিকে খুঁজে পেলেন না। বলেছিলেন

টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে। কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে।

কিন্তু এর ব্যতিক্রম আছে।

'কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের কর্মে উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন -- কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। তাঁহাদের কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে।'

প্রসঙ্গত তিনি বলেছিলেন দান্তের কথা। কিন্তু এই যুক্তির অতি চমৎকার আধুনিক উদাহরণ হচ্ছে টলস্টয়ের জীবন ও তাঁর রচনাবলি। বলাবাহুল্য 'কবি' ও 'কাব্য' শব্দ দুটিকে আমরা সাধারণভাবে সাহিত্য বলেই মনে করি। রবীন্দ্রনাথ সেই হিসাবেই তাঁর আলোচনায় একদা গদ্যশিল্পী বাণভট্টের কথাও বলেছেন দেখি।

সেইভাবেই এ-রচনায় আমরা টলস্টয়ের জীবনের কথাও যেমন বলব তেমনই পাশাপাশি রাখব তাঁর সৃষ্টির কথাও। বলা হয়, তাঁর রচনার প্রধান চরিত্রগুলি নানাভাবেই সদর্থে আত্মজীবনী-মূলক, আর বহু গৌণ চরিত্র-সৃষ্টিতেও ছায়া পড়েছে তাঁর চারপাশের সুপরিচিত মানুষগুলিরই –

"...The main characters of his books are in many aspects autobiographical, while many of the secondary and episodic characters had actual prototypes". (Constantin Lomunov).

চলুন তাহলে এগিয়ে যাই মহান সেই লেখকের সন্ধানে। যতটুকু পারা যায় আহরণ করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাল্য ও কৈশোর

"Happy, happy irremeable days of childhood" – Child Hood.

টলস্টয় পরিবারের সাবেকি ইতিহাস যেটুকু পাওয়া যায় তাতে ১৩৫৩ সালে পরিবারের অন্যতম বা প্রাচীনতম যে আদিপুরুষের নাম পাওয়া যায় তিনি হলেন ইদ্রিশ, যিনি ওই সময়ে তিনহাজার অনুচর নিয়ে চার্‌নিগফ্ (Charnigoff) নামক স্থানে এসে বাস করতে থাকেন। পরবর্তীকালে তাঁর পৌত্র নতুন বাস্তুভূমির সন্ধানে আসেন মস্কোতে। সে সময় মস্কোর গ্রান্ড ডিউক ভাসেলিনি (Vaselini) তাঁর ওপর প্রসন্ন হয়ে 'টলস্টয়' উপাধি দান করেন এবং সেইসঙ্গে কিছু জমিদারিও মেলে।

মস্কো থেকে একশো তিরিশমাইল দক্ষিণে ইয়াস্‌নায়া পলিয়ানা (Yasnaya Palynaya) গ্রামে টলস্টয় পরিবারের বিশাল যে ভূসম্পত্তির অধিকার ছিল তার সূচনা এইভাবে ষোলোশো পঁয়তাল্লিশ সাল থেকে। তখন রাশিয়ার মহান সম্রাট পিটার দি গ্রেট সিংহাসনে